যুগান্তর

JAN. 03 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ .....

প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল দশা

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান সম্পর্কে একটি উদ্বেগজনক জরিপ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গণসাক্ষরতা অভিযানের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে বলা হইয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষার মান নিচে নামিয়াছে। ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা দিন দিন আরও খারাপ করিতেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও কোন সাফল্য নাই। সারাদেশের ১৮৬টি স্কুলের ২ হাজার ৫০৯ জন ছাত্রছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকদের উপর পরিচালিত জরিপে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করা হয়। ইহার অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল হইতেছে সকল বিষয়ে পারদর্শীর সংখ্যা মাত্র ১.৬ ভাগ। ইংরেজি ও গণিতে যথাক্রমে ৯ ও ১১ ভাগ। সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়েও সঠিক উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ ভাগ অতিক্রম করে নাই। এমনকি খোদ বাংলা বিষয়েই প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সীমিত থাকিয়াছে ৪০ ভাগের নিচে। এই গবেষণায় আরও দেখা যায়, লেখনীর মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সবচাইতে দুর্বল। এই দুর্বলতা উপরের শ্রেণীতে আরও প্রকটভাবে-দৃশ্যমান। জরিপ চিত্র নিশ্চয় আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। গত সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এই জরিপের উপর এক আলোচনা সভায় বক্তারা সরকারিভাবে ঘোষিত সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশের গ্রহণযোগ্যতা লইয়া প্রশ্ন তোলেন। বস্তুত দেশের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারি মহল হইতে যে সকল তথ্য ও পরিসংখ্যান দেওয়া হইতেছে তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা লইয়া আরও কিছু ক্ষেত্রে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কখনও মনে হইতেছে, সরকার যে অগ্রগতি নিশ্চিত করিতে শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে, উহার প্রমাণ দেওয়াই সরকারি পরিকল্পনার অনিবার্য অংশে পরিণত হইয়াছে। অবস্থা যেন দাঁড়াইয়াছে যে শিক্ষা বাজেট যেহেতু সর্বোচ্চ তাই এই ক্ষেত্রে অগ্রগতিও সর্বোচ্চ হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্তত এই রূপে প্রদর্শন করিলে সাধারণভাবে জনসমক্ষে বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট সৃষ্টি হইবে না। বাস্তবে ইহাও ঠিক যে, সংখ্যার রিচারে অগ্রগতির চিত্র হয়তো একটা ঠিকই মিলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণকারীর পরিসংখ্যান অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে। এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রণয়নকারীদের ধন্যবাদ যে, তাহারা মানসম্পন্ন শিক্ষার পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে একটি জরিপ রিপোর্ট প্রণয়নের কষ্টকর মিশন সম্পন্ন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস প্রাথমিক পর্যায়ে জরিপের ফলাফল যাহা মিলিয়াছে, মাধ্যমিক স্তরের চিত্র উহার চাইতে তেমন ভিন্ন কিছু হইবে না। শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি কোনভাবেই সুসংহত বা সুসমন্বিত করিবার উদ্যোগ কখনও লওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। প্রতি বৎসর দেশে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রি লইয়া বাহির হইতেছে কিন্তু অপ্রিয় বাস্তবতা হইতেছে এই যে, তাহারা তাহাদের সনদসর্বস্ব শিক্ষা দিয়া প্রতিযোগিতামূলক জীবনযুদ্ধে টিকিতে পারিতেছে না। ইংরেজি শিক্ষায় বর্তমান সরকার বিশেষ জোর দেওয়ার ইতিবাচক উদ্যোগ লইয়াছে। আমরা উহার সাফল্য কামনা করি। এক সময় মেধাবী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষার্থীরা অনেকটা আদর্শ প্রণোদিত হইয়া শিক্ষকতার পেশাকে বাছিয়া লইত। কিন্তু সেই অবস্থা এখন আর সেইভাবে নাই। ভাল ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তদবিরের জোরে অযোগ্য বা কম যোগ্যতাসম্পন্নরা জায়গা করিয়া লইতে পারিতেছে। এই কারণেই গবেষণায় দেখা গিয়াছে সরকারি স্কুলে মেধা যাচাই করিয়া শিক্ষিকা নিয়োগ করিতে হয় বলিয়া এই ক্ষেত্রে পুরুষদের চাইতে মহিলারা যেইখানে ভাল করিতে পারিতেছে সেইখানে বেসরকারি খাতে পুরুষদের চাইতে মহিলারা পিছাইয়া আছে। কারণ এই ক্ষেত্রে মহিলারা তদবিরের সুযোগ লইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টি সবচাইতে বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কারণ পরবর্তী জীবনে যে যত বড় ডিগ্রি অর্জন করুক না কেন, প্রাথমিক শিক্ষাই ব্যক্তির জীবনে আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে। সারাদেশের ১১৪ জন প্রশিক্ষক, ৩৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী ও ২৩৩টি শ্রেণী কক্ষকে জরিপের আওতায় আনিয়া দেখা যায়, তাহাদের বড় বড় ডিগ্রি রহিয়াছে ঠিকই কিন্তু আসল গলদ তাহাদের শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতিতে। অধিকাংশ প্রশিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। আমরা মনে করি, এই অবস্থার অবসান ঘটানো খুবই জরুরি।